মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা জন্য ১৩ জনের নমুনা প্রেরন

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস এর পরীক্ষা করার জন্য আরো ১৩ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছে। গতকাল শনিবার মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ঢাকা আইইডিসিআর (নাক ও গলার কফ) সে সকল নমুনা পাঠানো হয়। এর মধ্যে সদরে ১০, মুজিবনগরে ১ ও গাংনীতে ২ জন সহ পূর্র্র্র্বের ৫০৩ জন সর্ব মোট ৫১৬ জন।

গতকাল কোনো ফলাফল আসে নাই। মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের সবজি সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর উদ্যোগে কর্মহীন অসহায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সবজি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালের দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকায় দুই শতাধিক পরিবারের মধ্যে মাছ, লাউ, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া, ঢেঁড়স, খিরা সহ অন্যান্য শাকসবজি বিতরণ করেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর প্রতিনিধিরা অসহায় কর্মহীন দরিদ্র পরিবারের হাতে এ সকল শাক সবজি তুলে দেন।

নিখোঁজ হওয়ার ৫৩ দিন পড়ে বেনাপোল থেকে সাংবাদিক কাজলকে উদ্ধার

নিখোঁজের ৫৩ দিন পড়ে ফটো সাংবাদিক ও দৈনিক পক্ষকাল’র সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজলের সন্ধান মিলেছে। শনিবার (২ মে) রাতে বেনাপোল সিমান্ত এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। বোনাপোল পোর্ট থানার ডিউটি অফিসার এসআই ওবায়দুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, কাজল সাহেবকে পাওয়া গেছে। উনি বিজিবির কাছে আছে। তাকে এখনও আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

তবে কীভাবে তাকে পাওয়া গেল এ বিষয়ে তিনি কিছু জানাতে পারেননি।

বিজিবির রঘুনাথপুর ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার আশেক আলী বলেন, বেনাপোলের সাদিপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত থেকে প্রবেশের সময় সাংবাদিক কাজলকে আটক করা হয়। বর্তমানে তিনি আমাদের হেফাতজতে আছেন। পরে পুলিশে হস্তান্তর করা হবে।

এদিকে কাজলের সন্ধান পাওয়ার বিষয়টি তার স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌসি নয়নও নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ফোনে কাজলের সঙ্গে কথা হয়েছে। বেনাপোল থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই খবর পেয়ে রাতেই স্বজনরা তাকে নিতে বেনাপোলের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন।

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল ১০ মার্চ সন্ধ্যায় পক্ষকাল’-এর অফিস থেকে বের হন। এরপর থেকে তার কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে নিখোঁজের ঠিক ৩০তম দিনে (৯ এপ্রিল) সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বরটি বেনাপোলেই চালু হয়েছিল। তখন কাজল নিখোঁজের বিষয়টির তদন্ত কর্মকর্তা চকবাজার থানার এসআই মুন্সী আবদুল লোকমান বলেছিলেন, নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বরটি চালু হয়েছিল। লোকেশন দেখিয়েছে বেনাপোল। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে ও নম্বরটি চালু থাকার সময় কম হওয়ায় বেনাপোলে কোনও অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি।

প্রসঙ্গত, সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল ১০ মার্চ সন্ধ্যায় ‘পক্ষকাল’-এর অফিস থেকে বের হন। এরপর থেকে তার কোনও সন্ধান না

পেয়ে পরদিন ১১ মার্চ চকবাজার থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন তার স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌসি নয়ন। ১৩ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে শফিকুল ইসলাম কাজলকে সুস্থ অবস্থায় ফেরত দেওয়ার দাবি জানায় পরিবার। ১৮ মার্চ প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচির মাধ্যমে সাংবাদিক কাজলের সন্ধান চাওয়া হয়। পরে ১৮ মার্চ রাতে কাজলকে অপহরণ করা হয়েছে অভিযোগ এনে চকবাজার থানায় মামলা করেন তার ছেলে মনোরম পলক। সাংবাদিক কাজল নিখোঁজ হওয়ার পর তার সন্ধানের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কয়েকদফা কর্মসূচি পালন করেছেন সাংবাদিক সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যরা।

গাংনীতে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবক আহত

মেহেরপুরের গাংনী উত্তর পাড়ায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোলায়মান হোসেন নামের এক যুবক মারাত্মক আহত হয়েছেন। আহত যুবককে গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার অবস্থা বেগতিক দেখে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

আহত সোলায়মান গাংনী উপজেলার ধর্ম চাকরি গ্রামের দাউদ হোসেনের ছেলে। শনিবার বেলা বারোটার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায় সোলাইমান 25 দ্রুতগতিতে মোটর সাইকেল চালাচ্ছিল। এসময় রাস্তার উপর স্পিডব্রেকার পার হতে যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

সোলায়মান কে মুমূর্ষ অবস্থায় স্থানীয়রা গানই হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

মেহেরপুরে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণে সামাজিক দুরত্ব মানাতে ব্যার্থ সংশ্লিষ্টরা

সারা পৃথিবীর মানুষ যখন করোনার ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে নিজেকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছেন তখন আমাদের দেশের খেঁটে খাওয়া মানুষ ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচতে করোনাকে আলিঙ্গন করে চলেছেন প্রতিনিয়ত।

সামাজিক দুরত্বতো দুরের কথা প্রায়ই চোখে পড়ে গায়ের সাথে গা ঘেঁষে ত্রাণ সংগ্রহ করতে মরিয়া দেশের কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষকে। যে দেশে অধিকাংশ মানুষকে নুন আনতে গিয়ে পান্তা ফুরোতে হয় সেই দেশে লকডাউন বা সামাজিক দুরত্ব মানানো কতটুকু সম্ভব?

মেহেরপুরের গাংনী পৌর সভায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কর্মহীন মানুষের মাঝে শনিবার (০২-০৫-২০২০ ইং) সকাল থেকে প্রায় ৮শ’ কর্মহীন মানুষের মাঝে ১৫ কেজি করে চাউল বিতরণ করেন পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম। বিতরণ কালে নয়টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলররাও উপস্থিৎ ছিলেন।

সুবিধাভোগি মানুষদের পৌর সভা থেকে সামাজিক দুরত্ব মেনে ত্রাণ নেওয়ার জন্য বারবার বললেও তাদেরকে কোনভাবেই মানানো সম্ভব হচ্ছেনা।

সুবিধাভোগি একজনের সাথে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আগে খিদি মারি, তারপর করোনা মাইরবো না হয় নিজে মইরব” (মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষা)।

সুবিধাভোগিদের কাছাকাছি অবস্থানে দাড়ানোর ভয়বহতা বারবার পৌর কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হলেও তারা তা বুঝতে চাইছেনা। স্বয়ং মেয়র আশরাফুল ইসলাম নিজে মাইকে করে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেও বোঝাতে পারেনি। পরে তিনি পৌর কার্যালয়ের পিছনের দিকদিয়ে লাইন করে দশজন করে গেটের ভিতরে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চাউল বিতরণ করেন।

এদিকে সুবিধাভোগি কর্মহীনদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা অনেকেই একই সুরে বলেন করোনার চেয়ে ক্ষুধার জ্বালা ভয়ংকর। করোনা আমাদের

কিছু করতে পারবেনা। বরং ক্ষুধায় আমাদের পঙ্গু করে দিবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গণি বলেন, আমরা সকল জনপ্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ত্রাণ সামগ্রি বিতরণ করতে। তারা সেভাবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন গাংনী পৌরসভাতেও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও অনেকে বাইরে যদি তারা দুরত্ব বজায় না রাখে তাহলে তাদেরকে বোঝানো সম্ভব নয়। সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত প্রশাসনের সাথে পুলিশ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী বাড়িতে পৌছিয়ে দিচ্ছি- মেয়র রিটন

করোনার ভাইরাস প্রার্দূভাবের শুরু থেকেই কর্মহীন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন মেহেরপুর পৌর মাহফুজুর রহমান রিটন। প্রতিদিনই তিনি নিজেই মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি ।
শুক্রবার বিকালে পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের ঘোষপাড়ার ৫৫০ টি কর্মহীন অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন।
খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে মেয়র বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা দিয়েছেন নির্বাচনের সময় যেমন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি যেকোন দুঃসময়ে কর্মহীন অসহায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্যসামগ্রী দিয়ে নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক আমি আমার নিজস্ব তহবিল থেকে এসব সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছি। এ কার্যক্রম অব্যহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। পৌরবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন আপনারা ঘরে থাকেন আমি আছি আপনাদের পাশে। খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে যাবে আপনার দুয়ারে।
খাদ্য সামগ্রী বিতরনকালে সহযোগীতা করেন, পৌর কাউন্সিলর নুরুল

আশরাফ রাজিব, মীর জাহাঙ্গীর, যুবলীগ নেতা আমানুর রহমান সোহেল, ইয়ানুস আলী, শেখ সারাফদ্দিন, সাজাহান, জুয়েল রানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর আমদহে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মা ও ছেলে কে মারধর

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদাহ গ্রামে জমিজমার জেরে লাল বানু (৪৫) ও শাহ আলম (২৫) নামে দুজনকে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে একই গ্রামের মিন্টু মিয়ার ছেলে সোহেল রানা, আব্দুর রহমানের ছেলে গোলাম ও ইসমাইলের ছেলে মিন্টু মিয়ার বিরুদ্ধে।

আহতরা হচ্ছেন সদর উপজেলার আমদাহ গ্রামের শাহ জামালের স্ত্রী লালবানু ও ছেলে শাহ আলম। শুক্রবার দুপুরে এঘটনা ঘটে।
শাহ জামাল জানান, গত ২৬ বছর আগে আমি বসতবাড়ির ৫ কাঠা জমি ক্রয় করেছি আমদহ গ্রামের আব্দুর রহমান পাচুর মেয়ে ফেরদৌসী ও ছেলে আরশাদ আলীর নিকট হতে। ফেরদৌসীর ছেলে সোহেল রানা দীর্ঘ দিন ধরে আমাকে ও আমার পরিবারকে জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে আসছে। গত কয়েকমাস আগে মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাকে ২০ দিন জেল খাটিয়েছে ওরা।

তিনি আরও বলেন এই জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য শুক্রবার দুপুরের দিকে সোহেল রানা, গোলাম ও মিন্টুসহ কয়েকজন বাড়ীতে ঢুকে আমার স্ত্রী ও সন্তানকে মারধর করে। আমার ছেলেকে হাসুয়া দিয়ে হাতে একটি কোপ মারে। এতে আমার ছেলে আহত হলে এলাকাবাসী উদ্ধার করে মেহেরপুর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে।

পরে স্থানীয়রা সাহেবপুর ক্যাম্পে খবর দিলে পুলিশ এসে সোহেল রানা কে আটক করে নিয়ে যায়।

সাহেবপুর ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই নবী জানান, আমদাহ গ্রামে

মারামারি হচ্ছে এমন সংবাদে আমি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সোহেল রানা কে আটক করে থানায় প্রেরন করি। দুপক্ষে সাথে বসে মিমাংসার ব্যবস্থা করা হবে।

এবার এক এমপি করোনায় আক্রান্ত

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় এবার জনপ্রতিনিধি যুক্ত হলেন। দেশের উত্তরবঙ্গের একজন সংসদ সদস্যের করোনা পজটিভ এসেছে। তিনি গত মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে ঢাকায় আসেন। এরপর ন্যাম ভবনের বাসায় ওঠেন। ৪ নং ন্যাম ভবনে থাকা ওই সংসদ সদস্য দশম সংসদের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

এলাকা থেকে আসার পর শরীরে জ্বর দেখা দিলে আইইডিসিআর থেকে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। শুক্রবার (০১ মে) বিকেল ৫টায় আইইডিসিআর থেকে রিপোর্ট পাঠানো হয়। তাকে জানানো হয়েছে তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি রয়েছে।

এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো সংসদ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হলেন। গণমাধ্যমের সঙ্গে ওই সংসদ সদস্যের কথা হয়েছে। তার সামাজিক মর্যাদার কারণে নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, এলাকার মানুষ জানতে পারলে আতঙ্কে থাকবে। আমার জন্য দোয়া করবেন।

এ দিকে সংসদ সচিবালয় থেকে ন্যাম ভবনের ওই ভবন লকডাউন করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। সংসদ সচিবালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গণমাধ্যমকে বলেন, আজ শুক্রবার স্যারের করোনা পজেটিভ এসেছে। ভবনটি লকডাউন করা হতে পারে।

এ বিষয়ে সংসদের চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. আরিফুল হক গণমাধ্যমকে বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই।

সূত্র: এমপি নিউজ.কম

মুজিবনগরে সৌদি প্রবাসীর মৃত্যু, এলাকায় করোনা আতঙ্ক

মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে সৌদি প্রবাসী মশিউর রহমান নামের এক ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুর পূর্বে মশিউর রহমানের জ্বর -সর্দিকাশি ছিল বলে জানা যায়।

করোনা উপসর্গ থাকায় পারিবারিক সদস্যদের মাধ্যমে জানাযা পড়িয়ে লাশটি তড়িঘড়ি করে দাফন করে তার পরিবার।

এদিকে মশিউরের মৃত্যুতে এলাকায় করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

জানা গেছে মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের মশিউর রহমান ময়েজ সম্প্রতি সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসে।

বুধবার রাতে মেহেরপুর শহরের কোর্ট এলাকায় তার বাড়িতে সর্দি-জ্বর-কাশি নিয়ে হঠাৎ করে মৃত্যু বরণ করেন।

মৃত্যুর ঘটনা জানাজানি হলে সেখানে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। মেহেরপুর থেকে তার লাশ দ্রুত দারিয়াপুরে নেওয়া হয়।

দারিয়াপুর একাধিক সূত্র জানিয়েছে লাশ দারিয়াপুর নেওয়ার পরে জানানো ছাড়ায় তার দুই ভাইসহ ৫-৬ জন ব্যক্তি দ্রুত দাফন কাজ সম্পন্ন করে।

জ্বর,সর্দি কাশি নিয়ে মৃত্যুবরণ করার খবর ছড়িয়ে পড়লে দারিয়াপুর গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে এ ব্যাপারে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসিরুদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রবাসী ব্যক্তির যদিও হোমকোরেন্টিনের মেয়াদ শেষ হয়েছে তারপরও বিষয়টি দেখব বলে তিনি জানান।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনী ধানখোলা ইউনিয়ন আ.লীগ সভাপতি আলী আজগরের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আলী আজগরের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া ইউপি সদস্য। এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন কায়দায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে আসছে বলে অভিযোগ অনেকের।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই জানান, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে এলাকার যুবকদের নিয়ে গ্যাং তৈরি করেছে। আলী আজগরের নেতৃত্বেই এই গ্যাং এর সদস্যরা সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলে চাঁদা আদায় করে। এছাড়াও মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুৃদ্ধে।
অর্থ আর রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস পাইনা। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কেউ যদি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যায় তাকেও মামলা ও সন্ত্রাসী বাহিনীর ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়।
অভিযোগ অস্বীকার করে আলী আজগর বলেন, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। আমি রাজনীতি করি, আমার বিপক্ষ একটি গ্রুপ এই সব মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছে।